মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস

২৬ জুন ২০১১

International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

26 June 2011

GLOBAL ACTION FOR HEALTHY COMMUNITIES WITHOUT DRUGS

আমাদের লক্ষ্য

মাদকাসক্তি মুক্ত বাংলাদেশ গড়া

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায় ঃ ধারা এ্যাড

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১২ আষাঢ় ১৪১৮
২৬ জুন ২০১১

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশেও 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার মানব সভ্যতার জন্য হুমকিস্বরূপ। এর ফলে একদিকে দেশের সম্ভাবনাময় তরুণ ও যুব সমাজ বিপথগামী হয়ে পড়ে এবং অপরদিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অপরাধ তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে এর কুফল সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের পাশাপাশি মাদকদ্রব্যের উৎপাদন বন্ধ এবং মাদকদ্রব্যের চোরাচালান প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়াও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা, নিজস্ব সংস্কৃতি ও সুকুমার বৃত্তির চর্চা, পারিবারিক বন্ধন জোরদারকরণ, কর্মের সুযোগ সৃষ্টিসহ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার সংক্রান্ত আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ জরুরী বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশ সরকার মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধে অত্যন্ত আন্তরিক। আমি মাতাপিতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, সেলিব্রেটি, খেলোয়াড় ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্বসহ সমাজের বিদগ্ধ ও সুশীল শ্রেণীর সকলকে মাদকের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাই।

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদকমুক্ত একটি সমৃদ্ধ সমাজ ও দেশ গড়ে উঠুক-'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসে' -এ প্রত্যাশা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ জিল্লুর রহমান)

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও "মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস" সাড়ম্বরে উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

মানব ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে মাদকের প্রচলন ছিল। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, ভেষজ চিকিৎসা এবং ক্ষেত্র বিশেষে পরিমিত বিনোদনে মাদকের ব্যবহার কখনও সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয়নি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এর অনিয়ন্ত্রিত এবং ক্রমবর্ধমান অপব্যবহার সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থায় এক মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করেছে।মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও চোরাচালান রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবনে বহুমাত্রিক জটিল সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাদকসক্তি জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিও বটে। মাদকের করাল গ্রাসে মানবিক মূল্যবোধ ও সুস্থ নৈতিক চেতনা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বাড়ছে সামাজিক অস্থিরতা। বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে নানা রকম অবক্ষয় ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি আত্মবিধ্বংসী পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই এই সার্বজনীন সমস্যার প্রতিরোধে সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে মাদকবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত করে একে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। পাশাপাশি পারিবারিক অনুশাশসন, শৃঙ্খলা ও মূল্যাবোধ প্রতিষ্ঠার অত্যন্ত জরুরী। মাদকদ্রব্যোর অপব্যবহর ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসের যাবতীয় আয়োজন এ প্রষ্টোকে সাফল্য মন্ডিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি এ দিবস উদযাপনের জন্য গৃহীত সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

(এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন)

بسم الله الرحمن الرحيم

সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের প্রধান শিকার আমাদের যুব সমাজ। যুব সমাজের একাংশ এই সর্বনাশা থাবায় জড়িয়ে পড়ে সৃজনশীল কর্মপ্রয়াসের পরিবর্তে ছিনতাই, রাহাজানি, সন্ত্রাস, চাদাবাজি ও চুরি-ডাকাতিসহ বিভিন্ন অনৈতিক অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টি হচ্ছে। আর এ কারণে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যান্য সমস্যা থেকে সরকার মাদক সমস্যাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

মাদক সরবরাহ ও চাহিদা একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে এবং সমস্যা জিইয়ে রাখে। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সরবরাহ সংকোচন সমায়িকভাবে সম্ভব হলেও মাদকের চাহিদা হ্রাস শ্রমসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সমাজের তরুণরা মূলতঃ কৌতূহল, প্ররোচনা এবং মাদক সেবনের ফলাফল সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি কারণে মাদক সেবনের ফাঁদে পা বাড়ায় এবং মাদকাসক্তিতে আক্রান্ত হয়। সামাজিক আন্দোলন ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর মাধ্যমে মাদকাসক্তির অন্ধকার ও সর্বনাশা দিকসমূহ তরুণদের সামনে তুলে ধরে সমস্যা নিরসনের উপরই এখন সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা, গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক আন্দোলনে সকলকে সংশ্লিষ্ট করাই আন্তর্জাতিকভাবে দিবসটি পালনের মূখ্য উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্যকে সফল করতে সরকার বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় মাদক বিরোধী কর্মসূচীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

আমি এ দিবসে গ্রহীত সকল কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(আবদুস সোবহান সিকদার)

بسم الله الرحمن الرحيم

মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ আষাঢ় ১৪১৮
২৬ জুন ২০১১

বাণী

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার এবং মাদকাসক্তির অভিশাপে মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রা আজ হুমকির সম্মুখীন। এ সমস্যা বিশেষ কোন দেশ বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এর ভয়ঙ্কর থাবা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। কোন দেশের একক প্রচেষ্টায় এ সমস্যার প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এ সমস্যা মোকাবেলার জন্য ব্যক্তিগত, পরিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রয়োজন। মাদকবিরোধী চেতনার এই সার্বজনীনতা ও সামগ্রিকতার গুরুত্ব উপলদ্ধি করে প্রতি বছর ২৬ জুন বিশ্বব্যাপী মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা রোধে সমন্বিত কর্মসূচী প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরকার দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য ইতোপূর্বে প্রণীত আইন এবং বিধিবিধান যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একই সাথে সরকারি ও বেসকারি সকল সংস্থার সমস্ত মাদকবিরোধী প্রয়াসের সমন্বয় ও অগ্রগতির জোর চেষ্টা চলছে।

কেবলমাত্র আইন প্রয়োগের মাধ্যমে মাদক সমস্যার সমাধান দুরূহ। আইন প্রয়োগের পাশাপাশি গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক জাগরণের মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ সৃস্টি করা যায়। মাদক নিরোধ শিক্ষা ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে জাগ্রত করা যায় সকলের নাগরিক দায়িত্ববোধ। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০১১ উদযাপনের সকল আয়োজনের মধ্য দিয়ে সমাজের সকল স্তরে মাদকবিরোধী গণসচেতনতা বৃদ্ধি করাই এ দিবসটির মূল লক্ষ্য।

অপসংস্কৃতি ও সন্ত্রাসবিহীন মাদকাসক্তিমুক্ত বিশ্ব সৃষ্টিই হোক আজকের এ মাদক বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসের অন্যতম অঙ্গীকার।

আমি এ দিবসটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

(খন্দকার মোহাম্মদ আলী)

বাংলাদেশের মাদক সমস্যা ও সমসাময়িক ভাবনা

খন্দকার মোহাম্মদ আলী
মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

আজ ২৬ শে জুন, ২০১১। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস। ১৯৮৭ সালে জাতিসংঘের ৪২তম অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলার বহুমূখী চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রতিবছর এ দিবসটি মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে । সমস্ত বিশ্বব্যাপী মাদক সমস্যার ভয়াবহতা বিবেচনায় আন্তর্জাতিক , আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে আজকের দিবসটির গুরুত্ব অপরিসিম। উপমহাদেশের অন্যান্য দেশেরমত বাংলাদেশেও অতি প্রাচীনকাল থেকে মাদকের ব্যবহার চলে এসেছে। তবে, অতীতকালে মাদক মূলতঃ ধনীর বিলাস সামগ্রী ছিল। তখন এদেশের রাজপরিবার, জমিদার এবং অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে মদ্যপান অনেকটা চিরাচরিত প্রথার মতই প্রচলিত ছিল। তাছাড়া পুজা-পার্বন সামাজিক আচার অনুষ্ঠান এবং বিনোদন উপলক্ষ্যে এদেশে অনেক আদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে মদ, তাড়ী, পঁচুই, গাঁজা, ভাং, ইত্যাদির প্রচলন ছিল। বাংলাদেশে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মাদকের ব্যবহার ঐতিহ্যগত ভাবে এখনও অব্যাহত আছে।

এটা অনস্বীকার্য যে মাদক সমস্যার কোন দেশ, কাল, পাত্র, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, বিত্ত বা ভৌগলিক সীমা রেখা নেই। মাদক সমস্যা মূলতঃ উন্নত বিশ্বের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত ছিল। কিন্তু বিগত চার দশক ধরে মাদক বিশ্বের সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে একের পর এক গ্রাস করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে মাদক সমস্যার উদ্ভব ও বিকাশ মূলতঃ স্বাধীনতা উত্তরকালে। বাংলাদেশে সত্তর এর দশকে গাঁজা, ভাং, মদ, বিশেষকরে মৃতসঞ্জিবিনী সুরা এর প্রচলন লক্ষনীয়। আশির দশকের শেষের দিকে হেরোইনের প্রচলণ শুরু হয়। নব্বইয়ের দশকে হেরোইন ও ফেনসিডিল প্রসার লাভ করে। বর্তমান শতকের শুরুর দিকে Injecting Drug এর ব্যবহার শুরু হয়। সম্প্রতি ২০০৫ সালের পর থেকে ইয়াবা সেবনের প্রবনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের ঘুমের ঔষধ সেবনের প্রবনতা আগের তুলনায় সম্প্রতি অনেক বেশী।

আমাদের জাতির মেরুদন্ড হচ্ছে তরুণ যুব সমাজ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের দেশের তরুণ সমাজের একটি বিরাট অংশ আজ মাদকাসক্ত। অপ-সংস্কৃতি, সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার পরিবর্তন, আর্থ সামাজিক সংকট, বিশ্বায়ন এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ের অনুসঙ্গী হিসেবে বাংলাদেশের তরুণ ও যুব সমাজে মাদকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

আমাদের দেশে মাদক সমস্যার মূল কারণ হিসেবে বিভিন্ন আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিকে দায়ী করা যায়। যেমনঃ

- একদিকে মাদকদ্রব্যের সহজ প্রাপ্তি অন্যদিকে অবাধতথ্য প্রবাহের সাথে আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন আমাদের যুব সমাজকে ক্রমেই পারিবারিক বন্ধন থেকে দুরে নিয়ে যাচ্ছে। যুব সমাজ প্রথমতঃ কৌতুহল বশতঃ ধুমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তারপর ধীরে ধীরে পরিবেশের প্রভাবে মাদকাসক্তির দিকে ঝুকে পড়ে।
- মাদকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতার অভাব।
- বেকারত্ব/কর্মসংস্থানের অভাবে মানুষের মনে সৃষ্ট হতাশার কারণে বিশেষকরে তরুণ ও যুব সমাজ সহজে মাদকের প্রতি আকৃষ্ট হয়।
- আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ট জনসাধারণ দারিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত। দারিদ্রতার দুর্বিষহ যন্ত্রণা থেকে সাময়িক মুক্তির আশায় মানুষ খুব সহজেই মাদকের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।
- বস্তির বিকাশ ও বিস্তার লাভ।
- সুস্থ বিনোদন সুযোগের অভাব।
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। বস্তিবাসীদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের প্রবনতা । মাদকের প্রভাব এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- অপসংস্কৃতির প্রভাব।
- পরিবার ব্যবস্থার ভাঙ্গণ।
- মাদকের সহজলভ্যতা।
- মাদক উৎপাদনের বলয়ের কাছে বাংলাদেশের অবস্থান।
- আন্তর্জাতিক মাদক চক্রের তৎপরতা।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে মাদকের আন্তর্জাতিক বাজারের গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশ একটি সুবিধাজনক Transit Point- এ পরিনত হয়েছে। বাংলাদেশের সুদীর্ঘ এবং সহজে অতিক্রম যোগ্য সীমান্ত এলাকা মাদক পাচারের জন্য খুবই অনুকুল। বিশেষতঃ হাশীশ (ভাং) হেরোইন, অপিয়াম, ফেনসিডিল, প্যাথেডিন অথবা অন্যান্য সাইকোট্রপিক পদার্থ যেমন মেথাএমফিটামিন, এবং প্রিকারসর কেমিক্যালস যেমন এসিটিক এন হাইড্রাইড এর অবৈধ পাচার বাংলাদেশের জন্য সত্যিকার অর্থেই বড় চ্যালেঞ্জ। বিগত তিন বছরের পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, আইন প্রয়োগকারী, সংস্থাকর্তৃক ৩৭০.০৭৭ কেজি হেরোইন, ২২,৫৭,৮২৮ বোতল ফেন্সিডিল, ৭৮৯৭.৫০৫ লিটার কোডিন, ৮৫,৯৭৪.০৩৭ কেজি গাঁজা, ১,৪২, ৭৬৯ এম্পুল বুপ্রেনরফিন, ৭,৯৯,০৭০ পিছ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশসমূহে উৎপাদিত মাদকদ্রব্য মূলত আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ করে। বিশেষ করে ভারত থেকে হেরোইন গাঁজা ও ফেনসিডিল এবং মিয়ানমার ও থাইল্যান্ড থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট, হেরোইন ও গাঁজা আমাদের দেশে পাচার হয়ে আসে।

International Narcotics Control Board (INCB)- এর মতে বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জনবলের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব এবং অপর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার কারণে বাংলাদেশে অবৈধ মাদকদ্রব্য যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না । যেহেতু মাদকদ্রব্য পাচার একটি আন্তর্জাতিক ইস্যু সেহেতু বাংলাদেশের পক্ষে এককভাবে মাদকের অবৈধ পাচার রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব নয়। প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে যৌথ এবং সমন্বিত প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে ২০০৬ সালে ভারতের সাথে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে ইতোমধ্যে উভয় দেশের Nodal Agency-র মধ্যে ২০০৯ সালে এবং ২০১১ সালে মাদক পাচার রোধ কল্পে বিস্তারিত আলোচনান্তে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের অপর প্রতিবেশী দেশ মায়ানমার এর সাথে ও মাদকপাচার রোধকল্পে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত চুক্তির আলোকে বর্তমান বছরে উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে উভয় দেশের নোডাল এজেন্সী পর্যায়ে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শুধুমাত্র প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সীমাবদ্ধ না রেখে আঞ্চলিক পর্যায়ে মাদকের সরবরাহ হ্রাসকল্পে SAARC দেশসমূহের মধ্যেও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Colombo Plan এবং UNODC এর মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বছর আগামী ২/১ মাসের মধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সার্ক দেশসমূহের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে ঢাকায় তিনদিন ব্যাপি এক সেমিনারের আয়োজন করা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে এ সকল উদ্যোগের ফলে আঞ্চলিক পর্যায়ে পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি সাধিত হবে।বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দেশ ব্যাপী জরিপ কার্যক্রমের অভাবে মাদকাসক্ত জনসংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত থেকে অনুমান করা যায় যে, বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় পঞ্চাশলক্ষ মাদকাসক্ত ব্যক্তি থাকতে পারে। এদের ৯৯% পুরুষ । ৮০% মাদকাসক্ত ব্যক্তির বয়স ১৫ থেকে ৩৫ বছর। ৫৫% অবিবাহিত বা তালাকপ্রাপ্ত। প্রায় ২৫,০০০ মাদকাসক্ত ব্যক্তি ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশে মাদকাসক্তির জন্য চিকিৎসা নিতে আসা প্রতি ১০ জনের মধ্যে এক জনের বয়স ১৬ বছরের কম অর্থাৎ তারা শিশু বা কিশোর। বাংলাদেশে মাদক অপরাধিদের মধ্যে ২০০২ সালে ৬ %, ২০০৩ সালে ১৩%, ২০০৫ সালে ১৭.৮৭ এর বয়স ১৫ এর নীচে। বর্তমানে এই সংখ্যা ২০% এর বেশী।

বাংলাদেশে শিশু, কিশোর, তরুণ ও যুব সমাজের মধ্যে মাদকাসক্তির ঝুকিপূর্ণ অবস্থানে তারাই-

- যাদের মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে জেনেটিক বা বংশগত প্রভাব রয়েছে। বংশ পরম্পরায় যে সকল পরিবারে মাদক সেবন করা হয়ে থাকে । যাদের বাবা-মা মাদকে আসক্ত।
- যাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা মাদক সেবনের অনুকুল। বিশেষ করে যাদের বন্ধু-বান্ধব বা ঘনিষ্ট পরিচিত জনেরা মাদকে আসক্ত।
- যারা দুর্বল ব্যক্তিত্বের বা দুর্বল মনোবলের অধিকারী । যারা সামান্য কিছুতেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
- যারা ভগ্ন বা উশৃঙ্খল পরিবারে বা সৎ পিতা-মাতার ঘরে অনাদরে লালিত পালিত।
- যারা পারিবারিক পরিমন্ডলের বাইরে লালিত পালিত।
- যারা শৈশব থেকে অবহেলিত, নিন্দিত ও নিগৃহীত।
- যারা সুবিধা বঞ্চিত এবং বিদ্যমান জীবন ব্যবস্থায় অতৃপ্ত।
- যাদের পরিবারের লোকজন মাদক ব্যবসায় জড়িত।

বাংলাদেশে শিশু কিশোরদের ক্ষেত্রে আইন নমনীয় বিধায় মাদক অপরাধীরা শিশুদেরকে মাদক ব্যবসার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের চোখে ধুলো দেয়ার জন্য মাদক চোরাচালান কালে শিশু কিশোরদের সঙ্গে রাখা হয় এবং তাদের সঙ্গে থাকা ব্যাগ, পোষাক, খেলনা বা অন্যান্য জিনিসের মধ্যে মাদক লুকিয়ে রাখা হয়। পথ শিশুরা মাদকের সহজ শিকার। তারা পারিবারিক এবং সামাজিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ফলে তাদের মধ্যে ভালোবাসা, মায়া মমতা, নৈতিকতা এবং কোন রকম সুকুমার বৃত্তি বিকশিত হয় না । তাদের দেখাশুনা করার মত কেউ নেই বলে তারা মাদক কারবারীদের সহজলভ্য শিকার।

মাদকাসক্তির কুফল

শারিরীক ক্ষতিঃ বার বার মাদক বা ড্রাগ গ্রহণের মধ্য দিয়ে রোগীর শারীরিক নির্ভরশীরতার জম্ম হয়। আসক্ত রোগী না চাইলেও তাকে পুনরায় মাদক গ্রহণ করতে হয়। ক্রমাগত মাদক গ্রহণের ফলে অনিদ্রা, অনাহার, অনিয়ম, অযত্ন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শরীর শুকিয়ে যায়। এছাড়া দীর্ঘদিন ড্রাগ ব্যাবহারের ফলে আসক্ত ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়, স্নায়ুর বিভিন্ন রোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, ব্রাঙ্কাইটিস, অন্ত্রের ঘা, যৌন অপরাগতা, সন্তান উৎপাদনে অক্ষমতা, 'রক্তশূণ্যতা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ নিলে এইডস, হিপাটাইটিস 'সি' ও 'বি' সহ বিভিন্ন রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে।

মাদকাসক্তি ও পারিবারিক অশান্তি

পরিবারের কোন সদস্যের মাদকাসক্তি সমস্ত পরিবারকে চরম অশান্তিতে ভরিয়ে তোলে, তাদের ভোগান্তির আর সীমা থাকেনা। তাই এটা বলা যায় যে, কোন পরিবারের একজন সদস্য মাদকাসক্ত হওয়ার অর্থ হল সমগ্র পরিবারটি অসুস্থ হওয়া, অস্বাভাকি অবস্থায় পড়া। কোন পরিবারের ছেলে, মেয়ে, স্বামী, স্ত্রী বা অন্য কেউ মাদকাসক্ত হয়ে কেবল মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, তার পরিবারের সকল সদস্যের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

কেউ মাদকাসক্ত হলে কি করে চিনবেন

কোন ব্যক্তি মাদকাসক্ত হলে তার মধ্যে নানান রকম পরিবর্তন দেখা দেয়। এসব পরিবর্তনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন দৈহিক পরিবর্তন, আচরণগত পরিবর্তন, মানসিক পরিবর্তন, বোধশক্তিতে পরিবর্তন, সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কে পরিবর্তন, কাজ কর্মে পরিবর্তন ইত্যাদি।

দৈহিক পরিবর্তনের মধ্যে দেখা যায় রক্তিম চোখ, ঢুলু ঢুলু চোখের পাতা, ফ্যাকাশে চেহারা, ওজন কমে যাওয়া, নিঃশ্বাস ও কাপড় চোপড়ে মাদকের গন্ধ। এছাড়াও বাড়ি, স্কুল বা কর্মক্ষেত্রের গোপন স্থানে মাদক ও মাদক গ্রহণের সরঞ্জাম, সিরিঞ্জ, তুলা, মোমবাতি, এলুমিনিয়াম ফয়েল, প্লাস্টিক, ট্যাবলেটের পাতা ইত্যাদি পাওয়া যাওয়া।

মাদকাসক্তি অপরাধ নয়, একটি রোগ

মাদকাসক্তি অপরাধ নয়, রোগ। মাদকাসক্ত ব্যক্তি তাই কোন অপরাধী নয়, একজন রোগী। মাদকাসক্তি একটি মারাত্মক রকমের অসুস্থ্যতা। এইডস, ক্যান্সার ও হৃদরোগের মত এটিও একটি ভয়াবহ রোগ।

"মাদকাসক্ত ব্যক্তি খারাপ নয়, পাগলও নয়, কেবলমাত্র একজন অসুস্থ্য ব্যক্তি, সুতরাং সময়মত তার চিকিৎসা করানো প্রয়োজন।"

বাংলাদেশে সরকারী পর্যায়ে ঢাকা (কেন্দ্রীয়), রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রাম-এ মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিচালিত হচ্ছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ আষাঢ় ১৪১৮
২৬ জুন ২০১১

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ২৬ জুন ২০১১ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব ব্যক্তি, পরিবার এবং জাতীয় জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। এ ধরণের সর্বনাশা সমস্যার হাত থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী মাদকদ্রব্যের অবাধ বিস্তার রোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আইনের যথাযথ প্রয়োগ, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও মাদক বিরোধী আন্দোলন জোরদার করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে প্রয়োজন পারিবারিক অনুশাসন এবং সুস্থ ও সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ।

আমাদের কিশোর ও যুবসমাজ মাদকাসক্তির ভয়াল থাবার শিকার। উঠতি বয়সী সন্তানদের প্রতি বাবা-মা, অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজনের দায়িত্বশীল আচারণ, সহানুভূতি এবং যত্নই পারে এ পদস্খলন থেকে তাদের রক্ষা করতে।

আমি মাদক সমস্যা নিরসনে সরকারের পাশাপাশি বেরসকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, পিতা-মাতা, অভিভাবকসহ সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রতিমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০১১ পালন উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে ক্রোড়পত্র ও স্যুভেনির প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

মাদকের সর্বনাশা থাবা থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষা করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশেও দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে মাদকবিরোধী ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে আমি স্বাগত জানাই।

মাদকদ্রব্যের অপব্যাবহার ও অবৈধ পাচারের ফলে এদেশের যুব সমাজ তথা সামাজিক পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে, মাদকের অপব্যবহার ক্রমবৃদ্ধির কারণে দেশের জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, আইন শৃঙ্খলাসহ সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। তরুণ সমাজের একটি অংশ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ায় তারা জড়িয়ে পড়ছে নানাবিধ অসামাজিক কর্মকান্ডে, বিনষ্ট হচ্ছে তাদের মেধাশক্তি। মাদকের করাল গ্রাস থেকে যুবসমাজকে বাঁচাতে হলে মাদকমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। মাদকমুক্ত সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠন (এনজিও) ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সকল মহলের সমন্বিত প্রয়াসে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মাদক বিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে ঘরে ঘরে পারিবারিক অনুশাসন, ধর্মীয় চেতনার জাগরণ এবং আদর্শ মূল্যেবোধ সৃষ্টির প্রতি সবাইকে যত্নবান হতে হবে।

আমি আশা করি, আমাদের সমবেত প্রয়াসের মাধ্যমে মাদকমুক্ত সুস্থ সমাজ গড়ে দুলে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'ভিশন ২০১১'-এর কর্মসূচী বাস্তবায়নে আমরা সক্ষম হবে।

আমি দিবসটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয়বাংলা জয়বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর ভূমিকা

চাহিদা হ্রাসকরণ ঃ

১। মাদকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।
২। মাদক বিরোধী মাইকিং, আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, শ্রেণী বক্তৃতা, কর্মশালা ও মত বিনিময়ের আয়োজন করা।
৩। মাদক বিরোধী কর্মকান্ডে নিয়োজিত সেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনসমূহের তালিকাভূক্তকরণ, তাদের কাজের সমন্বয়, তত্ত্বাবধান, ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।
৪। সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে সাধারণ জনগনের মধ্যে মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা।

সরবরাহ হ্রাসকরণ ঃ

১। সারাদেশে মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের বিপজ্জনক স্পটগুলো চিহ্নিত করে সে সব স্থান থেকে মাদক ব্যবসা উৎখাত করার জন্য বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা।
২। অবৈধ মাদক আটক, অপরাধীদের গ্রেফতার, তদন্ত, বিচার, সাজা ইত্যাদির কার্যক্রম পরিচালনা করা।
৩। সীমান্ত এলাকা দিয়ে মাদক অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সমন্বয় সাধন করা।
৪। স্থল, নৌ ও আকাশ পথে মাদক পরিবহন প্রতিরোধে বিশেষ নজরদারী ও অভিযান পরিচালনা করা।
৫। মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম জোরদারকরণ।

ঝুকি/ক্ষতি হ্রাসকরণ ঃ

১। মাদকাসক্তদের চিহ্নিত করণ ও তালিকাভুক্ত করা।
২। মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি করা।
৩। বেসরকারী পর্যায়ে মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার লাইসেন্স প্রদান, সমন্বয় ও তদারকি করা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ ঃ

১। জনবল বৃদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াধীন
২। লজিষ্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধিকরণ
৩। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
৪। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসাবে চিহ্নিত করণার্থে উপযুক্ত পোষাক ও ইকুইপমেন্ট সরবরাহকরণ।
৫। অফিসভবন নির্মাণ
৬। রিহ্যাবিলিটেশন কার্যক্রম জোরদারকরণ।
৭। আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি
৮। এনজিও কার্যক্রম সমন্বয়।
৯। আইন সংশোধন
১০। পুলিশ, র‍্যাব এবং ম্যাজিষ্ট্রেট এর উপর নির্ভরশীলতা দূরীকরণ।
১১। পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করণ।
১২। মাদকাসক্তদের চিকিৎসকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

Courtesy-
SQUARE PHARMACEUTICALS LTD.
MHRA Certified
AWARDED Superbrands BANGLADESH
SQUARE